

ইসলামের অর্থই হচ্ছে ওহাবি ইসলাম

কুদ্দুস খান

(আমার এই লেখাটি আমার শক্তিশালী প্রতিপক্ষ জনাব আ স ম জিয়াউদ্দিনকে উৎসর্গ করলাম। আমি জানি তিনি এ লেখাটির বিরুদ্ধে লিখবেন, অনুরোধ রইল লেখার বিরুদ্ধে লিখুন, লেখকের বিরুদ্ধে নয়। জনাব আবদুর রহমান আবিদ ও মুহাম্মদ শাহ আরমানকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আমার বিপক্ষে লেখার জন্য, ধন্যবাদ আপনাদের সিভিলিটির জন্য। আমি আমার লেখার শেষ পর্যায়ে আপনাদের কিছু প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছি।)

বিশ্ব ব্যাপী সৌদি আরব, তার রাষ্ট্রীয় মালিকাধীনে অনেক গুলি শক্তিশালী ওহাবি চ্যারিটি সংঘঠন গড়ে তুলেছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিশ্ব মুসলিম লীগ, বিশ্ব মুসলিম যুবলীগ, আল হারানিয়া ফাউন্ডেশন ইত্যাদি। এছাড়া সরাসরি সৌদি ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সাহায্যে পরিচালিত মিশরীয় মুসলিম ব্রাদারহুড অত্যন্ত সহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী। এই মুসলিম ব্রাদারহুডই দেশে দেশে সুইসাইড মিশন ঘটন করে ধর্ম যুদ্ধে শুরু করেছে।

৯-১১ পর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশ ও বিভিন্ন মুসলিম নেতাগন বার বার বলে আসছেন, ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম এবং কতিপয় ধর্মীয় উগ্রবাদী ইসলামের নামে বিশ্ব ব্যাপি সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। জনাব বুশ ও এই মুসলিম নেতাগন মুসলিমদের, মডারেট মুসলিম ও উগ্রবাদী মুসলিম এই দুই ভাগে বিভক্ত করার চেষ্টা করছেন। বাস্তবে এই চেষ্টা ব্যর্থ হবার ই কথা। ধর্ম, ধর্মই। এখানে মডারেশনের কোন স্থান নেই। ইসলাম, খৃষ্টানিটি, জুডাইজম ও হিন্দুইজম বা যে কোন ধর্ম শুধু মাত্র ব্যাপক জনগোষ্ঠি অথবা রাষ্ট্রের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়। ধর্মের সহিত শান্তি পূর্ণ সহ-অবস্থান অবাস্তব। কেননা ধর্মের উদ্দেশ্য, ধর্মের প্রধান্য বা সুপ্রিমেসী প্রতিষ্ঠা করা।

ইসলামের প্রবর্তক মুহাম্মদ(সঃ), তার ধর্ম বিস্তার করার জন্য মোট ৭৮ টি যুদ্ধ করেছেন। এর ৭৭ যুদ্ধ ই তিনি নিজে শুরু করেছেন অর্থাৎ অফেনসিভ, শুধু মাত্র একটি যুদ্ধ অত্মরক্ষার জন্য করেছিলেন। আজ আধুনিক সৌদি আরব, বিশ্বে ইসলাম বিস্তারের জন্য ওহাবিজমের নামে বিশ্বব্যাপী মসজিদ ভিত্তিক বা মাদ্রসাভিত্তিক ইসলামি সেন্য তৈরী করেছে। আর এই সেন্যরা ইসলামের নামে শহীদ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

এরাই বাংলা দেশে ও পাকিস্তানে জামাতে ইসলাম, আর আফগানিস্তানে তালেবান। আমার মনে হয় পাঠক সমাজের জানা আছে তালেবান শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে কোরান শিক্ষার ছাত্র। আর কোরানিক ছাত্রগন সকলেই বিশ্বাস করে সহিংস যুদ্ধের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব। এটাই তাদের নবী বা মুহাম্মদ করেছেন, এটাই তাদের আদর্শ, আর সবশেষে এটাই ইসলাম। এখানে মডারেট মুসলিমদের স্থান কোথায়? তথা কথিত মডারেট মুসলিম বলে যারা দাবি করেন তারা সকলেই বাস করেন পশ্চিমা বিশ্বে। প্রধান শ্রোতধারা বা মেইন স্ট্রিম মুসলিমদের থেকে চিন্তা চেতনায় এই মডারেটরা অনেক দূরে। মডারেট মুসলিমগন তাদের ইচ্ছামত ইসলামকে পশ্চিমা কায়দায় সাজিয়ে সপিং ইসলাম তৈরি করেছেন। বাস্তবে, এই মডারেটদের বিশ্ব মুসলিম জনগোষ্ঠির উপর কোন প্রভাবও নেই।

বাংলাদেশ সহ সকল ব্রিটিশ কলোনিতেই সিমিত গণতান্ত্রিক অধিকার ছিল এবং মুসলরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আধুনিক বা পশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহন করতে বাধ্য হয়েছে। আজকের বিশ্বে সেই মুসলমানরাই চিন্তা চেতনায় মডারেট মুসলিম বলে দাবি করেন থাকেন। তাদের ইচ্ছা, তাদের মত করে ইসলাম প্রচার করা। কিন্তু বাস্তবে এটা সম্ভব নয়। কারণ ইসলামের নার্স সেন্টার মক্কা, ওহাবি সম্প্রদায় তথা সৌদি আরবের নিয়ন্ত্রনে। এবং এই নিয়ন্ত্রন বিশ্বের মেইন স্ট্রিম মুসলরা সকলেই মেনে নিয়েছে। ইরানে ইসলামিক বিপ্লবের পর, ইসলামিক রাষ্ট্র ইরান, তাকে মুসলিম ধর্মের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিনিত করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বিশ্ব মুসলিম সমাজ তা গ্রহন করে নেই, তারা মক্কাকে ইসলাম ধর্মের প্রধান কেন্দ্র রেখেই বেশী নিরাপদ মনে করেছে। অতএব আধুনিক যুগের মুসলিম সংস্কৃতি হচ্ছে সৌদি আরবের ওহাবি সংস্কৃতি।

অনেকে প্রশ্ন তুলবেন সৌদি পরিবার উহাবি সম্প্রদায়ের নয়। তা হলে কি করে সৌদি পরিবার ওহাবি-ইসলামিক রাষ্ট্রের রাজা থাকছেন? এর উত্তর অতি সহজ, সৌদি পরিবার ওহাবি সম্প্রদায়ের সহিত একটি চুক্তিতে দেশ শাসন করছে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সৌদি পরিবার সৌদি আরবের রাজ পরিবার থাকবেন। বিনিময়ে সৌদি পরিবার ওহাবি ব্র্যাণ্ডের ইসলাম বিশ্ব ব্যাপি রপ্তানি করবেন। সৌদি পরিবার সততার সঙ্গে সেটাই করছেন। আর বিশ্বব্যাপী মুসলিম সমাজ সবিনয়ে সেটাই মেনে চলছে। অতএব, অবস্থা দাড়াচ্ছে এই, আধুনিক যুগের ইসলাম হচ্ছে ওহাবি ইসলাম।

ওহাবি ইসলাম সৌদি রাষ্ট্রীয় ধর্ম। সৌদি আরবে ওহাবি সম্প্রদায় দীর্ঘদিন যাবত বসবাস করে আসছে। ১৯৬০ সনের পূর্বে ওহাবি ইসলাম সৌদি আরবে প্রচলিত থাকলেও ইহার প্রভাব ছিল অত্যন্ত সীমিত। ১৯৬০ সন থেকে শুরু হয় তৈল উত্তলন। আর সেকারণে সৌদি আরবের হাতে প্রচুর পেট্রো ডলার আসতে শুরু করে। এই পেট্রো ডলারের সাহায্যেই সৌদি আরব তার ওহাবি ব্রাণ্ড ইসলাম প্রচার করার জন্য বিশ্বব্যাপি মসজিদ ও মাদ্রাসা গড়ে তুলতে শুরু করে এবং ব্যাপক হারে ওহাবি আন্দলন গড়ে তুলতে আরম্ভ করে।

বিশ্ব ব্যাপি সৌদি আরব, তার রাষ্ট্রীয় মালিকাধিনে অনেক গুলি শক্তিশালী ওহাবি চ্যারিটি সংঘটন গড়ে তুলেছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিশ্ব মুসলিম লীগ, বিশ্ব মুসলিম যুবলীগ, আল হারানিয়া ফাউন্ডেশন ইত্যাদি। এছারা সরাসরি সৌদি ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সাহায্য পরিচালিত মিশরিয় মুসলিম ব্রাদারহুড অত্যন্ত সহিংস আন্দলনে বিশ্বাসী। তারা মনে করে সসন্ত্র আক্রমণ মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার বিধান তারা উত্তারিধিকার সূত্রে তাদের নবী বা মুহাম্মদের কাছ থেকে পেয়েছেন। এই মুসলিম ব্রাদারহুডই দেশে দেশে সুইসাইড মিশন গঠন করে ধর্ম যুদ্ধে শুরু করেছে। এবং ওহাবি মাদ্রাসা থেকে শহিদ হওয়ার আহ্বানে ইসলামি-সেনা রিক্রুট করছে।

১৯৭০ সনের পর থেকে সৌদি আরব বিশ্ব ব্যাপি ২১০টি ইসলামিক সেন্টার তৈরী করেছে। এই ইসলামিক সেন্টারের মাধ্যমে শত শত মসজিদ তৈরী করেছে ও হাজার হাজার ওহাবি মাদ্রাসা তৈরী করেছে। এবং বিশ্ব ব্যাপি ওহাবি-ইসলামি আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে। নাম প্রকাশে আনিচ্ছুক সৌদি আরবের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের জনৈক পাকিস্তানী কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মদিনার নতুন প্রিন্টিং প্রেস, সৌভিয়েট রাশিয়া ভেঙ্গে যাবার পর বিশ্বের সব চেয়ে পাকাশনা প্রেস। এই প্রেস প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ ওহাবি ব্র্যাণ্ডের ইসলামিক প্রচার গ্রন্থ প্রিন্ট করছে এবং তাদের নেট ওয়ার্ক মসজিদ ও মাদ্রাসার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপি প্রচার করছে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর রিয়াদ, ওহাবি ইসলাম প্রচারের জন্য ব্যয় করেছে ৪ বিলিয়ন ডলার।

এই প্রচারের বিরাট অংকের টাকা ব্যয় হচ্ছে আমেরিকাসহ পশ্চিমা বিশ্বে গরিব মুসলিম ইমিগ্র্যান্ট কমিউনিটির মধ্যে। এমন ও দেখা গেছে, আমেরিকায় বসবাসরত ইসলামিক স্কুলগুলোতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বইয়ের চেয়ে ওহাবি-ইসলামিক বইয়ের প্রধান্য বেশী। আমি ব্যক্তিগতভাবে বেশ কয়েকটি ইসলামিক সেন্টার পরিচালিত আমেরিকান স্কুলে ভ্রমণ করেছি। আমার কাছে স্কুলগুলোকে আমেরিকান স্কুল মনে হয় নি বরং সৌদি আরবের স্কুল ই মনে হয়েছে। ৬ থেকে ৭ বছরের বালিকাদের আপাদমস্তক আবৃত করে বোরকা পরিধান করে স্কুলে যাওয়ার বিধান। এখানেও সেই সাংস্কৃতিক যুদ্ধ। আমেরিকাকে সৌদি আরব বানানোর প্রচেষ্টা। আমেরিকার ওপেন সোসাইটির সুযোগ নিয়ে ইয়ালামিষ্টদের আমেরিকাকে ওহাবি করণের প্রয়াস!

এছাড়াও আমেরিকার কাল সম্প্রদায়ের মধ্যে ওহাবি-ইসলামের প্রভাব ক্রমেই বাড়ছে, বলে ইসলামিষ্টা মনে করছেন। ব্যক্তিগত ভাবে আমার সন্দেহ আছে, ওহাবি-ইসলামের প্রভাব কাল আমেরিকানদের মধ্য কতটা পড়বে। কেননা কাল আমেরিকানদের ওপেন সেক্সের সামাজিক সাংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবেই ওহাবি-ইসলাম বিরোধী।

৯-১১ পর এফ বি আই আমেরিকায় অবস্থিত অন্তত পক্ষে ৫০ ইসলামিক সংগঠন বা ইসলামিক সেন্টারের বিরুদ্ধে তদন্তে নিয়োজিত। এর মধ্যে এস এ এ আর একাই সৌদি রাজ পরিবার থেকে,

শুধু মাত্র ১৯৯৮ সালে প্রায় দুই বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ পেয়েছে। এ ছাড়াও আর দুটি ইসলামিক সেন্টারের খোঁজ পাওয়া গেছে, যে দুটোর প্রধান ওসামা বিন লাদেনের ভাই। এবং এ দুটির বাজেট বছরে প্রায় এক বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি।

আমার এক ইসলামিষ্ট বন্ধু প্রশ্ন তলেছেন, এতে দোষের কি, খৃষ্টান মিশনারীও তো বাংলাদেশ সহ বিশ্বর বহু দেশে ধর্মীয় কারণে প্রচুর টাকা খরচ করছে। এর উত্তর অতি সহজ, আধুনিক বিশ্বে ইসলাম ছাড়া কোন ধর্মই নেই, যারা শক্তি প্রয়োগ করে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার কথা বলছে। ইসলাম ই একমাত্র ধর্ম, যার অনুসারিরা শক্তি প্রয়োগ করে ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার আদর্শে আনুপ্রাণিত। ইসলাম ই একমাত্র ধর্ম, যার অনুসারিরা নিজ দেশে ইসলামি বিপ্লব ঘটিয়ে শক্তি দিয়ে টিকিয়ে রাখতে চায়। ইসলাম ই এক মাত্র ধর্ম, যার অনুসারিরা অন্য দেশে ইসলামি বিপ্লব রফতানী করতে চায়। ইসলামের অনুসারিরা মনে করে তারা বিশ্ব মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্য। ব্যক্তি স্বাধীনতা, বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা গৌন। ব্যক্তি ও রাষ্ট্র ইসলাম বা ধর্মের অধীন।

কে কোন ধর্ম বিশ্বাস করবে, সেটা কোন ব্যক্তি বিশেষের গণতান্ত্রিক অধিকার। কে কোন ধর্ম প্রচার করবে সেটাও কোন ব্যক্তি বিশেষের গণতান্ত্রিক অধিকার, সমস্যাটা হয় তখনই, যখন রাষ্ট্র ও ধর্মকে এক করে দেখা হয়। আধুনিক বিশ্বে ধর্ম ভিত্তিক রাষ্ট্র অচল। রাষ্ট্র ও ধর্ম এক হলে, ধর্মের প্রধান্য আসে আর গণতন্ত্রের মৃত্যু হয়।

আজ পশ্চিম ইউরোপের এমন কোন শহর নেই, যখানে সৌদি সাহায্য একটি ওহাবি মসজিদ বা ইসলামিক সেন্টার গড়ে উঠেনি। আর এই মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার গুলোই হচ্ছে উগ্রপন্থি ইসলামিষ্ট ও সন্ত্রাসীদের প্রধান মিলন কেন্দ্র এবং আর সন্ত্রাসী তৎপরতা চালানোর প্ল্যানের মূল ঘাটি। উদাহরন স্বরূপ বলাযেতে পারে ৯-১১ সন্ত্রাস হামলার প্লান করা হয়েছিল জার্মানির হামবার্গ শহরের আল আকসা মসজিদ থেকে। এ ছাড়াও ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে সৌদি সাহায্যে কমপক্ষে এক লক্ষেরও বেশী মাদ্রাসা ও মসজিদ গড়ে উঠেছে। আফগানিস্তানের তালেবান আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল এই সৌদি সাহায্যপ্রাপ্ত পাকিস্তানি মাদ্রাসা ও মসজিদ গুলো।

বলকানের আতিশুদ্র রাষ্ট্র সমূহ তথা বোজনিয়া, আলবানিয়া, ও কসোবোতে সৌদি আরব ব্যয় করেছে ৬০০ মিলিয়ন ডলার অথচ এই দেশ গুলিতে মুসলমানের সংখ্যা মাত্র দেড় মিলিয়ন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে আধুনালুপশু সৌভিয়েট রাশিয়ার মুসলিম অধ্যুষিত শহর কওকেকাস, ডায়েস্তান বিশেষ করে চেশনিয়ার মুসলিম সসন্ত্র আন্দোলনের অর্থনৈতিক অনুদানের সম্পূর্ণটিই বহন করে রিয়াদ।

অতএব বর্তমান বিশ্বে ইসলামের অর্থ হচ্ছে সহিংস ওহাবি ইসলাম। আর এই ওহাবি ইসলাম আদর্শগত ভাবে বিশ্বাস করে অস্ত্রের মাধ্যমেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এখানে তথা কথিত গণতান্ত্রিক ইসলামিষ্ট অথবা প্রেসিডেন্ট বুশের তথাকথিত মডারেট মুসলিমের কোন স্থান নেই।

আমার ‘কেন এই যুদ্ধ’ লেখার পর আমি প্রচুর ইমেইল পেয়েছি। যারা আমার পক্ষে লিখেছেন তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের মূল্যবান মতামত অবশ্যই আমার পাথেয় ও অনুপ্রেরনা হয়ে থাকবে। আর বিপক্ষে লেখকদের মধ্যে জনাব আবদুর রহমান আবিদ ও জনাব মুহাম্মদ শাহ আরমানকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আপনাদের সিভিলিটির জন্য। আপনাদের ভাষা মার্জিত ও সুন্দর। আপনারা প্রতিপক্ষ হলেও আমার নমস্কৃত ব্যক্তি।

জনাব আবিদের লেখায় কমপ্লেনের সুর। তিনি মুসলমানদের অধঃপতনের জন্য আমেরিকাকে দায়ী করে কষ্ট পাচ্ছেন। জনাব আবিদ একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না, আর তা হচ্ছে আমেরিকা আমেরিকার জন্যই, আমেরিকার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আমেরিকার জনগণ ও আমেরিকার ব্যবসায়ীদের স্বার্থ দেখবে, মুসলমানদের স্বার্থ নয়, সেটাই কি স্বাভাবিক নয়? এ ছাড়া আমেরিকার মিডিয়া বিশেষ করে আমেরিকান টিভির অডিয়েন্স আমেরিকার জনগণ, মুসলিম বিশ্ব নহে।

জনাব আরমান প্রশ্ন রেখেছেন আমি খৃষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধে লিখলে কি হতে পারত। আমি আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি আমেরিকাতে বাইবেলের সমালোচনা করে শত শত মহাগ্রন্থ লেখা

হয়েছে। এটা নিয়ে পণ্ডিতগণ ছাড়া আর কারও কোন মাথা ব্যথা আছে বলে মনে হয় না। আমারিকার বহু পণ্ডিত মনে করে, যিশুখৃষ্ট বলে কোন ব্যক্তি ছিলনা, যিশুখৃষ্টের চরিত্র সম্পূর্ণটাই কল্পিত বা মিথ। কোন মুসলিম দেশে কোরানের বিরুদ্ধে এমন কথা হলে, শত শত লোক শহিদ হতে পারতো। আমি বাইবেলকে কোরানের চেয়ে ভাল কোন ধর্ম গ্রন্থ বলে মনে করিনা। ভাল দিক হল বাইবেল এখন আর আমেরিকা সহ কোন পশ্চিমাদেশে রাষ্ট্রীয় ধর্ম গ্রন্থ নহে। এটা মানা না মানা কোন ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে। এবার সৌদি আরবের কথায় আসা যাক, সেখানে রোজার সময় কোন অমুসলিম দিনে আহার করলে, সেটাই তার জীবনের শেষ খাওয়া হবে। সমস্যা হল ধর্ম নয়, সমস্যা হল যখন ধর্মকে জোর করে অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়া। আর ঐটাই মুসলিমরা করছে। মুসলিমরা এটা করছে পাকিস্তানে, বাংলাদেশ, আধুনালুণ্ড আফগানিস্তানে।

আর একটি কথা না বলেই নয়। জনাব আরমান বলেছেন বাংলাদেশের, ঢাকার অদূরে নবাবগঞ্জে এক খৃষ্টান চার্চ বিদেশ থেকে এক কোটি টাকা অনুদান পেয়েছে। জনাব আরমান, নবাবগঞ্জের খৃষ্টানদের বিষয়ে আমার ধারণা আছে। কেননা, নবাবগঞ্জের কাছাকাছি আমার জন্ম। ঐ এলাকার খৃষ্টানরা প্রতিবেশি মুসলমানদের তুলনায় অনেকটা সচ্ছল। কেননা স্থানীয় খৃষ্টানরা ধর্মীয় মিশনারী থেকে চাকুরীর সাহায্য ও আর্থিক সাহায্য দুই পেয়ে থাকেন। মুসলিম বা খৃষ্টান মিশনারির আর্থিক সাহায্য বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে যখন মসজিদে বসে ইসলামিষ্টরা প্রতিপক্ষের হাত বা পায়ের রগ কেটে দেওয়ার পরিকল্পনা করে। যখন ঢাকার অদূরে ডেমরায় সৌদি আরব থেকে হজ করে ফেরত ইমাম সাহেব মেয়েদের স্কুলে আগুন লাগিয়ে দেন, কারণ তিনি মনে করেন মেয়েদের স্কুলে যাওয়া ইসলাম বিরোধি। সমস্যা তখই যখন তালেবানরা মেয়েদের পশ্চাদ দেশে বেত্রাঘাত করেন। তাদের অপরাধ, তারা পুরুষছাড়া বাইরে বেরিয়েছেন। সৌদি আরব শুধু দিনার দেয় না, সাথে ওহাবি ইসলামটিও পাঠান। আর তাহচ্ছে অস্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে। প্রয়োজনে সহিদ হও। শহিদ হলে বেহেস্তের দরজা খোলা। বেহেস্তে জন প্রতি ৭০ জন ছর বা ষোড়শী যুবতি আছে আর আছে অফুরন্ত সরাবন তছরা বা ছইক্ষি।

জনাব আবিদ ও জনাব আরমান মুসলমানদের অধঃপতনের জন্য তাদের অশিক্ষাকে দায়ী করেছেন। আমি আপনাদের সহিত একমত। একথাটি আমি আমার লেখায় খুরই স্পষ্ট ভাবে বলেছি। মুসলমানরা পরাজিত হয়েছে ১২ শত খৃষ্টাব্দে যখন মুসলমানরা, সমস্ত অমুসলমানদের তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে ও সমস্ত অমুসলিম পণ্ডিতদের লেখা বই বর্জন করেছেন। এ বিষয় টি পাকিস্তানের বৈজ্ঞানিক, দর্শনিক-অধ্যাপক ও বিশিষ্ট মুসলিমচিন্তাবিদ জনাব পারভেজ আমির আলী হোদভয় আরও সুন্দর করে তুলে ধরেছেন। আমি সেই লেখাটি এখানে ছবুছ ছেপে দিলাম।

How Islam Lost Its Way:

Yesterday's Achievements Were Golden; Today, Reason Has Been Eclipsed

By Pervez Amir Ali Hoodbhoy

This article might ruffle some faithful feathers. However, I considered it to be quite informative as it charts the glory days of Islam under the Mutazilites and captures its subsequent intellectual demise, as the Islamic orthodoxy gained prominence in the twelfth century, "spearheaded" by the Arab cleric Imam Al-Ghazali. When did the decline of Muslim greatness really begin and why? Are Muslims simply the helpless victims of conspiracies hatched by the west? Must Muslims be more introspective? Why does the bin

Ladenist extremism find support among some Muslims? What political message of bin Laden must the United States pay attention to? The author explores these questions and contends that our collective survival lies in neither religious orthodoxy, nor the US-style nationalism and disdain for international law.

Syed Munir Islam

Sunday, December 30, 2001; Page B04

ISLAMABAD, Pakistan -- If the world is to be spared what future historians may call the "century of terror," we will have to chart a perilous course between the Scylla of American imperial arrogance and the Charybdis of Islamic religious fanaticism. Through these waters, we must steer by a distant star toward a careful, reasoned, democratic, humanistic and secular future. Otherwise, shipwreck is certain.

For nearly four months now, leaders of the Muslim community in the United States, and even President Bush, have routinely asserted that Islam is a religion of peace that was hijacked by fanatics on Sept. 11.

These two assertions are simply untrue.

First, Islam -- like Christianity, Judaism, Hinduism or any other religion -- is not about peace. Nor is it about war. Every religion is about absolute belief in its own superiority and the divine right to impose its version of truth upon others. In medieval times, both the Crusades and the Jihads were soaked in blood. Today, there are Christian fundamentalists who attack abortion clinics in the United States and kill doctors; Muslim fundamentalists who wage their sectarian wars against each other; Jewish settlers who, holding the Old Testament in one hand and Uzis in the other, burn olive orchards and drive Palestinians off their ancestral land; and Hindus in India who demolish ancient mosques and burn down churches.

The second assertion is even further off the mark. Even if Islam had, in some metaphorical sense, been hijacked, that event did not occur three months ago. It was well over seven centuries ago that Islam suffered a serious trauma, the effects of which refuse to go away.

Where do Muslims stand today? Note that I do not ask about Islam; Islam is an abstraction. Maulana Abdus Sattar Edhi, Pakistan's preeminent social worker, and the Taliban's Mohammad Omar are

both followers of Islam, but the former is overdue for a Nobel Peace Prize while the latter is an ignorant, psychotic fiend. Palestinian writer Edward Said, among others, has insistently pointed out that Islam holds very different meaning for different people. Within my own family, hugely different kinds of Islam are practiced. The religion is as heterogeneous as those who believe and follow it. There is no "true Islam."

Today, Muslims number 1 billion. Of the 48 countries with a full or near Muslim majority, none has yet evolved a stable democratic political system. In fact, all Muslim countries are dominated by self-serving corrupt elites who cynically advance their personal interests and steal resources from their people. None of these countries has a viable educational system or a university of international stature.

Reason, too, has been waylaid.

You will seldom see a Muslim name as you flip through scientific journals, and if you do, the chances are that this person lives in the West. There are a few exceptions: Pakistani Abdus Salam, together with Americans Steven Weinberg and Sheldon Glashow, won the Nobel Prize for Physics in 1979. I got to know Salam reasonably well; we even wrote a book preface together. He was a remarkable man, terribly in love with his country and his religion. And yet he died deeply unhappy, scorned by Pakistan, declared a non-Muslim by an act of the Pakistani parliament in 1974. Today the Ahmadi sect, to which Salam belonged, is considered heretical and harshly persecuted. (My next-door neighbor, an Ahmadi physicist, was shot in the neck and heart and died in my car as I drove him to the hospital seven years ago. His only fault was to have been born into the wrong sect.)

Though genuine scientific achievement is rare in the contemporary Muslim world, pseudo-science is in generous supply. A former chairman of my department has calculated the speed of heaven: He maintains it is receding from Earth at one centimeter per second less than the speed of light. His ingenious method relies upon a verse in the Islamic holy book, which says that worship on the night on which the book was revealed is worth a thousand nights of ordinary worship. He states that this amounts to a time-dilation factor of 1,000, which he puts into a formula of Einstein's theory of special relativity.

A more public example: One of two Pakistani nuclear engineers recently arrested on suspicion of passing nuclear secrets to the Taliban had earlier proposed to solve Pakistan's energy problems by

harnessing the power of genies. He relied on the Islamic belief that God created man from clay, and angels and genies from fire; so this highly placed engineer proposed to capture the genies and extract their energy.

Today's sorry situation contrasts starkly with the Islam of yesterday. Between the 9th and 13th centuries -- the Golden Age of Islam -- the only people doing decent work in science, philosophy or medicine were Muslims. Muslims not only preserved ancient learning, they also made substantial innovations. The loss of this tradition has proven tragic for Muslim peoples.

Science flourished in the Golden Age of Islam because of a strong rationalist and liberal tradition, carried on by a group of Muslim thinkers known as the Mutazilites.

But in the 12th century, Muslim orthodoxy reawakened, spearheaded by the Arab cleric Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali championed revelation over reason, predestination over free will. He damned mathematics as being against Islam, an intoxicant of the mind that weakened faith.

Caught in the viselike grip of orthodoxy, Islam choked. No longer would Muslim, Christian and Jewish scholars gather and work together in the royal courts. It was the end of tolerance, intellect and science in the Muslim world. The last great Muslim thinker, Abd-al Rahman Ibn Khaldun, belonged to the 14th century.

Meanwhile, the rest of the world moved on. The Renaissance brought an explosion of scientific inquiry in the West. This owed much to translations of Greek works carried out by Arabs and other Muslim contributions, but they were to matter little. Mercantile capitalism and technological progress drove Western countries -- in ways that were often brutal and at times genocidal -- to rapidly colonize the Muslim world from Indonesia to Morocco. It soon became clear, at least to some of the Muslim elites, that they were paying a heavy price for not possessing the analytical tools of modern science and the social and political values of modern culture -- the real source of power of their colonizers.

Despite widespread resistance from the orthodox, the logic of modernity found 19th-century Muslim adherents. Some seized on the modern idea of the nation-state. It is crucial to note that not a single Muslim nationalist leader of the 20th century was a fundamentalist.

However, Muslim and Arab nationalism, part of a larger anti-colonial nationalist current across the Third World, included the desire to control and use national resources for domestic benefit. The conflict with Western greed was inevitable. The imperial interests of Britain, and later the United States, feared independent nationalism. Anyone willing to collaborate was preferred, even the ultraconservative Islamic regime of Saudi Arabia. In 1953, Mohammed Mosaddeq of Iran was overthrown in a CIA coup, replaced by Shah Mohammad Reza Pahlavi. Britain targeted Egypt's Gamal Abdel Nasser. Indonesia's Sukarno was replaced by Suharto after a bloody coup that left hundreds of thousands dead.

Pressed from outside, corrupt and incompetent from within, secular Muslim governments proved unable to defend national interests or deliver social justice. They began to frustrate democracy to preserve their positions of power and privilege. These failures left a vacuum that Islamic religious movements grew to fill -- in Iran, Pakistan and Sudan, to name a few.

The lack of scruple and the pursuit of power by the United States combined fatally with this tide in the Muslim world in 1979, when the Soviet Union invaded Afghanistan. With Pakistan's Mohammed Zia ul-Haq as America's foremost ally, the CIA openly recruited Islamic holy warriors from Egypt, Saudi Arabia, Sudan and Algeria. Radical Islam went into overdrive as its superpower ally and mentor funneled support to the mujaheddin; Ronald Reagan feted them on the White House lawn.

The rest is by now familiar: After the Soviet Union collapsed, the United States walked away from an Afghanistan in shambles. The Taliban emerged; Osama bin Laden and his al Qaeda made Afghanistan their base.

What should thoughtful people infer from this whole narrative?

For Muslims, it is time to stop wallowing in self-pity: Muslims are not helpless victims of conspiracies hatched by an all-powerful, malicious West. The fact is that the decline of Islamic greatness took place long before the age of mercantile imperialism. The causes were essentially internal. Therefore Muslims must be introspective and ask what went wrong.

Muslims must recognize that their societies are far larger, more diverse and complex than the small homogeneous tribal society in Arabia 1,400 years ago. It is therefore time to renounce the idea that

Islam can survive and prosper only in an Islamic state run according to *sharia*, or Islamic law. Muslims need a secular and democratic state that respects religious freedom and human dignity and is founded on the principle that power belongs to the people. This means confronting and rejecting the claim by orthodox Islamic scholars that, in an Islamic state, sovereignty belongs to the vice-regents of Allah, or Islamic jurists, not to the people.

Muslims must not look to the likes of bin Laden; such people have no real answer and can offer no real positive alternative. To glorify their terrorism is a hideous mistake: The unremitting slaughter of Shiites, Christians and Ahmadis in their places of worship in Pakistan, and of other minorities in other Muslim countries, is proof that all terrorism is not about the revolt of the dispossessed.

The United States, too, must confront bitter truths. The messages of George W. Bush and Tony Blair fall flat while those of bin Laden, whether he lives or dies, resonate strongly across the Muslim world. Bin Laden's religious extremism turns off many Muslims, but they find his political message easy to relate to: The United States must stop helping Israel in dispossessing the Palestinians, stop propping up corrupt and despotic regimes across the world just because they serve U.S. interests.

Americans will also have to accept that their triumphalism and disdain for international law are creating enemies everywhere, not just among Muslims. Therefore they must become less arrogant and more like other peoples of this world.

Our collective survival lies in recognizing that religion is not the solution; neither is nationalism. We have but one choice: the path of secular humanism, based upon the principles of logic and reason. This alone offers the hope of providing everybody on this globe with the right to life, liberty and the pursuit of happiness.

Pervez Hoodbhoy is a professor of nuclear and high-energy physics at Quaid-e-Azam University in Islamabad.